নাট্যশালার নিবেদন

পাতালে পাপক্ষয়

[An original play by Dibyendu Bhattacharyya]

চরিত্র:

পরন্তব/যম

সব্যসাচী

প্রসূন

চিন্ময়

অনিল

[স্টেজে দুটি বেঞ্চ দেখা যায়। বাঁ দিকের বেঞ্চে বৃদ্ধ পরন্তব বসে।
নেপথ্যে Calcutta Metro PA 'র শব্দ শোনা যায়]

PA: দরজা বন্ধ হচ্ছে, দরওজা বনধ্ হো রহা হ্যায়। The doors are closing. পরের স্টেশন সেন্ট্রাল.....

[হৈ চৈ করতে করতে সব্যসাচী, প্রসূন ও চিন্ময় প্রবেশ করে]

সব্য: হারামজাদা গার্ডটাকে ধরে ক্যালাতে হয়। ধাম করে দরজায় লাগল।

চিন্ময়: হ্যা দেখছে শালা আমরা আসছি....

প্রসূন: ও-ও-ও ইচ্ছে করেই মনে হয় দরজাটা ব-ব-বন্ধ করছিল।

চিন্ময়: কেন রে? রোজ দেখছে আমরা রাত ৯:৪০ এর গাড়ী ধরি, একটু দাড়াতে কি হয়?

প্রসূন: স-স-সব্য ওর মেয়েকে সি-সি-সিটি মেরেছিল পরশু...

সব্য: মাইরি, ঐ মালটা মানতুর বাপ?

প্রসুন: হ-হ-হ্যা..

চিন্ময়: ঠিক বলেছিস রে এখন মনে পড়ছে আমিও ওকে মাঝের পাড়ায় দেখেছি, আসলে ঐ কালো কোটটা পড়লে.....

প্রসুন: অ-অ-অন্যরকম দেখায়। সে-সেদিন যেমন গোবর্ধন দারোগাকে civil dress এ দেখে চিনতে না পেরে ভূ-ভূ-ভূড়িদাস বলেছিলি।

সব্য: হ্যা: হ্যা: হ্যা: (উচ্চ হাসি)

চিন্ময়: মাইরি ওটা কিন্তু হেভি কেলো হয়ে যাচ্ছিল।

প্রসুন: হ-হ-হয়ে যাচ্ছিল মানে? Already হয়ে গ-গ-গেছে; আমার তো ভয় লাগে...ও দ-দাদু একটু সরে ব-বসুন না (পরন্তবকে উদ্দেশ্য করে).... যে ক-কোনদিন না আমাদের জেলে পুরে দেয়।

সব্য: এই ব্যাটার সবেতেই ভয়।

চিন্ময়: না..না.. জেলে পুরবে না... তবে একটু সাবধানে চলতে হবে। সরি বস (সব্যকে উদ্দেশ্য করে), কি করে বুঝব...জামার ওপরের একটা মাত্র বোতাম লাগানো...
এই অ্যাতো বড় ভূড়ি... হাফ প্যান্ট পড়ে ভূতোর মাছের দোকানে তরপাচ্ছে। ধাঁ করে মুখে এসে গেল।

সব্য: ছাড় তো;
এই প্রসূন, এই শালা তুই sure দেখেছিস যে গার্ডটা মানতুর বাপ?

প্রসুন: s-s-s-sure

চিন্ময়: কেন রে এখন মেয়েকে ফেলে বাপকে পটাতে যাবি?

সব্য: না তা না...(অন্যমনস্ক হয়ে)...

অনিলটা এলনা কেনরে আজকে?

প্রসুন: ও-ও-ওর টিউশান আছে...পরের স্টেশনে উঠবে। ও দ-দাদু একটু সরে ব-বসুন না।

চিন্ময়: কি হোলো দাদু?

দেখছেন আমরা সব VIP লোকজন... সরে বসুন, সরে বসুন....... হ্যা: হ্যা: হ্যা: (উচ্চ হাসি)

পরন্তব: কোথায় সরে বসব ভাই?

প্রসুন: ও-ও-ওই দিকে ভাই!!

সব্য: হ্যা: হ্যা: (হাসি) এই ছাড় না..

প্রসুন: ক-কোন ক্রমে পেছন ঠেকিয়ে ব-বসে আছি মাইরি।

সব্য: তাই থাক। এই চিনু, আমাদের গানটা ধরতো..

PA: স্টেশন চাদনিচক....প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে পড়বে..

চিন্ময়: দেখ তো অনিল আছে কি না?

প্রসুন: ও-ও-ওই তো শ-শালা..

সব্য প্রসূন ও চিন্ময়: (একসাথে গান গায়) মাথার ঘন চুল যখন, মরুভুমি হয়ে যায়...

ওয়েসিস নিয়ে আসে মরুদ্যান.....মেঘের ছায়ায় ছায়ায়...

[গান গাইতে গাইতে অনিল প্রবেশ করে]

অনিল: ওয়েসিস খুশকি তাড়ায়, ওয়েসিস উকুন'ও মারে, ওয়েসিস মাথাকে ঠান্ডা রাখে..

PA: দরজা বন্ধ হচ্ছে, দরওজা বনধ্ হো রহা হ্যায়। the doors are closing......

অনিল, সব্য প্রসূন ও চিন্ময়: (একসাথে পরন্তবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গান গায়) ওয়েসিস ডবল অ্যাকশন হেয়ার ভাইটিলাইজার ফ্রম ওয়েসিস। (পরন্তব চমকে ওঠে, সবাই হাসে)

পরন্তব: কি হচ্ছে ভাই?

সব্য: গান হচ্ছে দাদু..

অনিল: কি রে মানতুর বাবাকে দেখলি?

সব্য: হ্যা রে শালা দেখেছি, এই ট্রেনে গার্ড দিচ্ছে..

প্রসুন: আমাদের দরজায় পি-পি-পি-

চিন্ময়: পিষে মারছিল।(প্রসূন ইশারায় সমর্থন জানায়)

সব্য: তোকে কি করল?

অনিল: জিগ্গেস করল আমি কেমন আছি, বাবা কেমন আছে।

প্রসুন: সে কি রে? তো-তোকে মনে হয় খুব পছন্দ? জামাই করবে নাকি? তুই কি চিনিস নাকি ওনাকে?

অনিল: বা চিনব না। মাঝে মধ্যেই তো আমাদের ছোটনদার গ্যারেজে আসে; বিনা পয়সায় সাইকেলের হাওয়া ভরে দিই......

সব্য: কেন দিস?

চিন্ময়: কি উদ্দেশ্য তোর?

প্রসুন: মা-মা-মা-মানতুকে কিন্তু...

সব্য: আমি আগে বুক্ করেছি(প্রসূন হতবাক হয়ে তাকায়)

অনিল: আরে দুর তোদের যতসব...ওর বাবার সঙ্গে রেলের বড়বাবুর চেনা আছে। তাই একটু হাতে রাখা আর কি.. আমার একটা চাকরি দরকার... বুঝলি না.. বাবা রিটায়ার করবে আর কদিন পরে...

সব্য: তোর এই মধ্যবিত্ত সেন্টু মারা কথা এবার বন্ধ কর।

চিন্ময়: কেবল শালা চাকরি চাকরি।

প্রসুন: চাকরি করে কে কবে ব-ব-ব-

চিন্ময়: বড়লোক হয়েছে?

প্রসূন: হ্যাঁ(প্রসূন ইশারায় সমর্থন জানায়)

সব্য: তা তোর টিউশান কেমন চলছে? মেয়েটা কেমন?

অনিল: ঐ আর কি....চলেবল্।

চিন্ময়: চলেবল্? কেন রে?

প্রসূন: বেশী ক-ক-কথা কয় না।

অনিল: ওর মা বেশ ভাল, বেশ বাবা বাছা করে খেতে দেয়.. খুব ভাল

সব্য: সে-সেকি রে আমি তো জানতাম আমিই শুধু..... আজকাল তুইও মাসিমাদের..

PA: স্টেশন এসপ্ল্যানেড....প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে পড়বে.....

প্রসূন: ও দাদু ঘুমালেন নাকি:

PA: দরজা বন্ধ হচ্ছে, দরওজা বনধ্ হো রহা হ্যায়। The door is closing......

সব্য: দাদুর ঘুম পেয়েছে? দাদু আপনার কচি নাতনি আছে?

চিন্ময়: মাথার ঘন চুল যখন...

অনিল, সব্য প্রসূন ও চিন্ময়: মরুভুমি হয়ে যায়...ওয়েসিস নিয়ে আসে মরুদ্যান.....

পরন্তব: চোপ্।

প্রসূন: বা-বা দ-দাদুর তো বেশ...

পরন্তব: চোপ্, আর একবার চিৎকার করলে..

অনিল: কি করবেন দাদু?

পরন্তব: জিব টেনে একদম ছিড়ে নেব...

সব্য: তা দাদু আপনি কোন হরিদাস?

প্রসূন: যে আমাদের জি-জি-জিব টেনে ছ-ছিড়ে নেবেন!

পরন্তব: আমি যম।

চিন্ময়: কার?

সব্য: দূর শালা কার আবার কি?

চিন্ময়: না মানে যম তো কারো সাপেক্ষে হয় না... ঐ যে কথায় বলে অমুকের যম তমুকের যম..

প্রসূন: চুপ কর তোর বুকনি যম হল য-য-য-য-

অনিল: যম; (প্রসূন ইসারায় সমর্থন করে) কিন্তু...

যম/পরন্তব: কোনো কিন্তু না.. আমি যম স্রেফ যম...

সব্য: আগ্গে যম দাদু আপনি এত চটে যাচ্ছেন কেন?

যম/পরন্তব: তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি বকর বকর বকর আর বেলেল্লাপানা..

চিন্ময়: তা এই বয়সে সবাই তো একটু এরকম'ই হয়.. আপনি'ও ছিলেন...

অনিল: তাই কি? I... don't... know.

প্রসূন: হ্যা তা আপনি কি দাদু যা যা যা যাত্রার যম?

[সবাই হাসে, হটাৎ প্রচণ্ড শব্দ, ট্রেন নড়তে থাকে]

যম/পরন্তব: আমি য--ম বুঝলি হতভাগার দল আ--মি য—ম....হা: হা: হা: হা..

প্রসূন: ওরে এটা কি হচ্ছে?

চিন্ময়: ট্রেনটা খুব দুলছে..

সব্য: ভূমিকম্প হচ্ছে...

অনিল: আগুন আগুন জ্বলছে চারদিকে...দাদু কি করলেন আপনি?

যম: তোদের পাতালে নিয়ে যাচ্ছি

প্রসূন: কি আনন্দের ক-কথা,পা-পাতাল ট্রেন কি পাতাল ছাড়া অন্য কোথাও চলে?

যম: তাও তো বটে... (গলা খাকারি দিয়ে) এ পাতাল সে পাতাল নয়!

সবাই: তাহলে কোন পাতাল?

যম: পাতাল পুরী..

PA: পরবর্ত্তী স্টেশন পাতাল পুরী, অগলা স্টেশন পাতাল পুরী, Next station পাতাল পুরী... ....প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে পড়বে....

চিন্ময়: ওরে এতো সত্যিই পাতাল পুরীতে নিয়ে যাচ্ছে..

অনিল: আমরা কি দোষ করেছি যম স্যার?

সব্য: হ্যাঁ, আমরা ফ্রিতে বেড়াতে চাই না।

প্রসূন: আমি মার কাছে যাবো... ম-ম-ম-মা

যম: চোপ আর একবার যদি ঐ রকম ভেড়ার মত চিৎকার জুড়েছিস..

চিন্ময়: কিন্তু আমরা দোষ কি করলাম?

যম: মিথ্যাচার, অনাচার, তোদের মৃত্যুর শমন আছে আমার কাছে।

প্রসূন: মা মা গো....

সব্য: কিন্তু এখন কি করে মরব, বিয়েই হল না...

যম: খুব একটা কিছু মিস করবি না তাতে, বরং পরে আমায় thanks দিবি।

প্রসূন: ওসব আপনি বলতে পারেন আ-আমরা ক-কচি মানুষ...

চিন্ময়: আমাদের ছেড়ে দিন যমদাদু, আর কখোনো ওয়েসিস এর Ad গাইব না।

অনিল: ওরে জানলা দিয়ে সব রাক্ষস খোক্কস দেখা যাচ্ছে..

সব্য: ওরে বাবারে রাক্ষসীও আছে, আলাপ করা যায় দাদু, শেষ বেলায় যা পাওয়া যায়..

যম: চোপ।

প্রসূন: মা মা গো....

PA: স্টেশন পাতাল পুরী...প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে পড়বে....

অনিল: দাদু please রাক্ষস এ কামরায় উঠতে দেবেন না

PA: দরজা বন্ধ হচ্ছে, দরওজা বনধ্ হো রহা হ্যায়। The door is closing......

যম: ওরা উঠবে না

প্রসূন: ক-কেন উঠবে না

যম: আমি বলছি তাই উঠবে না

PA: পরবর্ত্তী স্টেশন যমালয়, অগলা স্টেশন যমালয়, Next station যমালয়... প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে পড়বে....

সব্য: সেরেছে যমালয়

চিন্ময়: যমদাদু please গাড়ী থামান

অনিল: হ্যাঁ স্যার মরতে আমরা চাই না

প্রসূন: মা মা গো....

যম: ঠিক আছে গাড়ী থামাচ্ছি [গাড়ী থেমে যায়]
তবে আমার কথা না শুনলে গাড়ী সিধে যমালয় যাবে।

সবাই: কি কথা যম হুজুর?

[যমের ফোনকল আসে, যম ইতস্তত করে ফোন তোলে]

Phone: কি ভেবেছ কি? যম হয়েছ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছ? সারা দিন দেখা নেই আমি একা একা বাচ্চা সামলাচছি। কি ভেবেছ কি তুমি? রান্না করা বাথরুম পরিষ্কার কে করবে?এক ঘন্টার মধ্যে না এলে দেখ কি করি....[ফোন আচমকা hang over হয়... যম সবাইয়ের তাকিয়ে বোকার হাসি হাসে... সবাই অনুকরন করে]

যম: তোরা সব পাপিষ্ঠ, কিন্তু কচি...তাই তোদের একটা সূযোগ দিচ্ছি

সবাই: কি সূযোগ?

প্রসূন: ব-বলুন না য-যম কর্ত্তা!

যম: তোরা প্রত্যেকে তোদের জীবনে যে সবচেয়ে ঘৃন্য জঘন্য পাপ করেছিস তা স্বীকার করলে ছেড়ে দেব।

চিন্ময়: কোন পাপটা ঘৃন্য না জঘন্য?

সব্য: আ দূর, চুপ কর না।

চিন্ময়: না, to the point না হলে মুশকিল, risk টা খুব বেশি কি না।

যম: সবচেয়ে ঘৃন্য অথবা সবচেয়ে জঘন্য পাপ যেকোনো একটা স্বীকার করলেই চলবে।

অনিল: To the point হয়েছে তো এবার বোঝো?

প্রসূন: (ফিসফিস করে)এ আর এমন কি, স্রেফ ঢ-ঢপ মেরে দে কিছু একটা ব-বলে...

যম: ঢপ মারলে হবে না, এই যে দেখছিস তো এটা হল যমদণ্ড। সত্যিই সত্যিই সব থেকে ঘৃণ্য পাপের কথা বলছিস কি না তা এতে ধরা পড়বে।

চিন্ময়: ওটা তো পাতি একটা চপস্টিক।

যম: দেখবি এটা চপস্টিক না যমস্টিক?

প্রসূন: ম্যা-ম্যা-ম্যাজেস্টিক যমস্টিক।

সব্য: চুপ কর না তোদের এই হাবিজাবি কমেন্ট।

অনিল: মিথ্যে করে বললে কি হবে?

যম: পিঠে এর বাড়ি পড়বে (যমদন্ড দেখিয়ে)।

সব্য: ও এই কেস, ও পিঠে বেত আমরা অনেক খেয়েছি (সবাই হাসে)।

যম: চোপ, এই বেত খেলে সব সত্যিই বেরোবে, বেশি খেলে একেবারে সটান যমালয়ে এমনি পৌছে যাবি... তাছাড়া বেশি মিথ্যে বললে ট্রেন’ও চলতে শুরু করবে যমালয়ের দিকে।

চিন্ময়: ওটাই কি last station নাকি ওর পর’ও কোনো স্টেশন আছে?

অনিল: তোর তাতে কি দরকার?

চিন্ময়: না জিগ্গেস করছি, জেনে রাখা ভাল... আছে নাকি স্যার আর কোনো স্টেশন?

যম: যমালয়ের পরের স্টেশন নরক।

অনিল: বা-বা-বা!

সব্য: অসাধারণ!

প্রসূন: খু-খুশি তো?

যম: অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, অনেক প্রশ্নোত্তর চলেছে। এবার এক এক করে উঠে ঝেড়ে কাশ। মিথ্যে বলেছিস কি এই যমদণ্ড তীব্র যন্ত্রনা দেবে। এই তুই (চিন্ময়কে) তুই এদিকে আয়। তোর তো বেশি প্রশ্ন, তুই প্রথম আয়।

চিন্ময়: আজ্ঞে..

যম: হু, আমার রিপোর্ট তোর সন্মন্ধে বলছে, বাচাল, বাতিকগ্রস্ত, অতিরিক্ত প্রশ্ন, সবজান্তা ভাব

চিন্ময়: এটা কি দোষের হল ... এর জন্যে যমের শমন...

যম: চোপ..বল জীবনে সবচেয়ে জঘন্য কি পাপ করে...

চিন্ময়: অথবা ঘৃণ্য পাপ..

যম: মারব এক থাপ্পড়.... বল(যমদণ্ড চেপে ধরে)।

চিন্ময়: এ অন্যায়...Unarmed মানুষকে torture করা....আ..আ.. লাগছে.. বলছি বলছি

যম: বল জীবনে সবচেয়ে জঘন্য কি পাপ করেছিস?

প্রসূন: আমার বাথরুম পেয়েছে গো... ম-ম-মা মাগো।

যম: বল!

চিন্ময়: আমি বাথরুম গেলে ছবার হাত ধুই, তিনবার আগে তিনবার পরে।

যম: হল না..

চিন্ময়: ট্রেনে ওঠার আগে তিন কম্পার্টমেন্টের লোককে জিগ্গেস করি দাদা এটা কোন লোকাল...

যম: হল না..

চিন্ময়: সুটকেসে তিনটে তালা লাগাই।

যম: না..

চিন্ময়: সদর দরজা তিনবার টেনে দেখি..

যম: আমি তোর অভ্যাসের কথা জিগ্গেস করছি না, পাপের কথা জিগ্গেস করছি রে হতভাগা।

প্রসূন: যম স-স্যার ও গ-জ্ঞানপাপী.. ওর পাপ আর অভ্যেস এক'ই ক-কথা..

যম: (প্রসূনকে) তোকে জ্ঞান দিতে বলি নি, যখন সময় আসবে তখন বলবি..(চিন্ময়কে) নে বল

চিন্ময়: আমি propose করতে হলে তিনটে মেয়েকে একসঙ্গে বলি, কোনটা লাগবে ঠিক নেই যখন..

যম: তোর এই তিনের গল্প যদি আর একবার শুনি তো সিধে যমালয়ে পাঠিয়ে দেবো, বল সত্যি করে জঘন্য পাপের কথা বল...বল (যমদণ্ড চেপে ধরে)

চিন্ময়: আ...লাগছে.. বলছি বলছি যম স্যার......একদিন বর্ষাকালের ভোরে দৌড়তে বেড়িয়েছি। জগ করতে করতে পাড়ার মোড়ে যেতেই হঠাৎ সামনে দেখি বিশুর দাদু কাদায় আছাড় খেলো; আমি দাদুকে বললাম দাদু উঠুন; দাদু বলল পারছিনা, Ambulance ডাক, ডাক্তার ডাক। আমি ভাবলাম আমি এই সামান্য ব্যাপারে কি আর ডাক্তার ডাকব, নিজেই কিছু চেষ্টা করে দেখি।

যম: কি চেষ্টা করলি?

চিন্ময়: দাদুর হাত ধরে দিলাম টান, কিন্তু দাদু উঠতে পারল না, শুধু কোঁকাতে লাগল। বলল জল খাব, জল দে। আমি বললাম না, জল খেলে শক্তি আসবে না, দুধ খেলে আসবে।

যম: তারপর দুধ আনলি?

চিন্ময়: হ্যাঁ পাশে একটা গরু দাড়িয়েছিল, ওর ল্যাজে তিনবার মোচড় দিয়ে ওকে এনে দাদুর পাশে দাড় করিয়ে দিলাম।

যম: গরু দুধ দিল?

চিন্ময়: না জল দিল, দাদু যা চেয়েছিল আর কি।

যম: হতভাগা, দাদুর মুখে গরুর জল...

চিন্ময়: না স্যার টল'ও দিয়েছিল।

যম: হতভাগা, ইতর বদমাশ(যমদণ্ড দিয়ে মারতে থাকে)

চিন্ময়: স্যার... আ.. লাগছে... আ.. আপনি যে বলেছিলেন সত্যি বলতে, বললে ছেড়ে দেবেন।

যম: ছাড়ব কিনা পরে ভাবব, আপাতত যা, ওপাশে যা, ওখানে বস....এই তুই(সব্য'কে) এদিকে আয়।

সব্য: আমি স্যার, ইয়ে যমদাদু?

যম: হ্যাঁ তুই, ..এদিকে আয়.. বল জীবনে সবচেয়ে জঘন্য কি পাপ করেছিস?

সব্য: আমি কোনো পাপ করিনি, আমি ফুলের মত নিষ্পাপ।

প্রসূন: শ-শ-শালা।

যম: তোকে কি আমি কথা বলতে বলেছি?... (সব্য'কে) তুই কোনো পাপ করিস নি?

সব্য: না।

যম: হুঁ, আমার report বলছে অতিরিক্ত নারী প্রীতি..

প্রসূন: পা-পাতি বাংলায় মে-মে-মেয়েবাজ....

যম: এই চোপ... হুঁ.. Report-এ আরো বলছে নারী প্রীতির ব্যাপারে কোনো বাছ বিচার নেই।

সব্য: আজ্ঞে, কেষ্ট ঠাকুরের মত জগতে প্রেম বিলানোই আমার কাজ।

যম: আবার মিথ্যে কথা.. (যমদণ্ড দিয়ে মারতে থাকে).. তুই জীবনে কোন পাপ করিস নি..

সব্য: আ.. না. না..শুধু একবার অনিলদের বাড়ীতে..

যম: অনিল আবার কি করেছিল?

সব্য: না অনিল খুব ভাল ছেলে, ও কিছু করে নি..ওদের একটা কাজের ঝি যা করার করেছিল আমার সাথে!

যম: কি করেছিল?

সব্য: বলতে লজ্জা করে...

যম: ইতর বদমাস...জীবনে কতজনের সাথে প্রেম করেছিস তুই?

সব্য: বেশি না স্যার..(আঙুল গুনতে গুনতে) কাকলি, আরতি, বিশাখা,সূতপা..

যম: ব্যাস

সব্য: না.. অপর্ণা, সূপর্ণা, বিন্তি, টুম্পা, দিয়া, টিয়া, দুটো সাঁওতালনী, তিনটে ঝি আর পুটি

প্রসূন: মা-মানতু কে বাদ দিলি

সব্য: ওর নাম to do list এ আছে

যম: চোপ.. একদম চোপ.. পুটি কে?

চিন্ময়: অষ্টাদশী তন্বী...

প্রসূন: ব-ব-বহ্নিশিখা।

যম: ব্যস আর কেউ?

সব্য: আর শুধু পুটির মা।

যম: হতভাগা, শয়তান, নরাধম... তোর নরকেও জায়গা হবে না।

সব্য: তাহলে স্যার ট্রেন ঘুরিয়ে নিয়ে এসপ্ল্যানেড নিয়ে চলুন না।

যম: (যমদণ্ড দিয়ে মারতে থাকে)..না তোর মতো লোকের জন্য জায়গা হচ্ছে নরাধমপুর..

চিন্ময়: ওটা কোন স্টেশন?

যম: ওটাই যম-লাইনের লাস্ট স্টেশন।

প্রসূন: বা-বা-বা।

সব্য: যম স্যার please আপনি বলেছিলেন সত্যি বললে ছেড়ে দেবেন?

যম: ঠিক আছে, আগে ওদিকে যা, ছাড়ব কিনা পরে ভাবব.... তুই (প্রসূনকে), ..এদিকে আয়..

প্রসূন: আ-আ-মি?

যম: হ্যাঁ, তুই.....হুঁ, আমার রিপোর্টে বলছে তোর হাতের দোষ আছে, কিন্তু আমি তো দেখছি তোর জিবের দোষ!

প্রসূন: যম স-স্যার আ-আপনি প্রান নিতে পারেন কিন্তু ই-ই-ইনসাল্ট করতে পারেন না।

চিন্ময়: হ্যাঁ খোঁড়াকে যেমন খোঁড়া, বা কানাকে যেমন কানা বলতে নেই....

প্রসূন: তেমনি তো-তো-তো-তো-...

চিন্ময়: তোতলাকে তোতলা বলতে নেই(প্রসূন ইশারায় সমর্থন জানায়)।

যম: খুব অন্যায় হয়ে গেছে প্রসুনবাবু.....এদিকে আয়....বল তোর কিরকম হাতের দোষ?

প্রসূন: জা-জানি না।

যম: হাতের দোষ...... হাতের দোষ.....Interesting.....[নেপথ্যে বণ্ড music বাজে]
তুই হাতাহাতি করিস?

প্রসূন: ন-না

চিন্ময়: স্যার আপনি যম না জেমস বণ্ড?

যম: চোপ.. হুঁম....হাতের দোষ...... হাতের দোষ....তুই কি খুব উপর হাত?

চিন্ময়: মোটেই না, হেভি কিপটে....

যম: চোপ.. হুঁম... তাহলে তুই কি?

প্রসূন: আ-আমার এ-একটু হাতটানের অভ্যেস আছে..

সব্য: মাইরি.., আমার থেকে কিছু ঝাড়িস নি তো?

প্রসূন: আজ শু-শুধু এ-এক টাকা ঝেড়েছি.. চা খ-খাওয়ার স-সময়।

চিন্ময়: শা-লা..

যম: তোর তো দেখছি সত্যি সত্যি অভ্যাসটাই পাপ।

প্রসূন: আজ্ঞে স্যার, আমি কিছু করি না যা করার এই হাতজোড়াই করে। (কান্না)ছোটবেলা'কার অভ্যেস স্যার পাল্টাতে পারিনি ।

যম: আহা কাঁদিস নি-কাঁদিস নি.... বল জীবনে সবচেয়ে জঘন্য কি পাপ...তোর ক্ষেত্রে পাপটা চুরি হবে....
হ্যা জীবনে সবচেয়ে জঘন্য চুরি কি করেছিস?

প্রসূন: (কাঁদতে কাঁদতে) অত কথা কি মনে থাকে? তো-তোতলাদের memory short জানেন না?

যম: তাই নাকি? জানতাম নাতো!

চিন্ময়: শালা অভিনেতা.... ঢপবাজ...

যম: এই চোপ...আচ্ছা বল..... এই বছরে কি জঘন্য চুরি করেছিস?

প্রসূন: মনে নেই

যম: এই মাসে?

প্রসূন: মনে নেই।

যম: আজ, আজ কি জঘন্য চুরি করেছিস?

সব্য: ও তো বলল আমার থেকে একটাকা ঝেড়েছে..

প্রসূন: ও-ওটা জ-জঘন্য না..

চিন্ময়: এই শালা.. তাহলে কার ঝেড়েছিস(নিজের পকেট চেক করে) আমার নয় তো?

প্রসূন: (মাথা নাড়ে)

যম: তাহলে কার?

প্রসূন: আ-আপনার।

যম: আমার পকেট মেরেছিস!!

প্রসূন: (পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে দেয়) এই ম-মানি ব্যাগ।

যম: হতভাগা, শয়তান...

প্রসূন: আর এ-এই যমালয়ের চ-চাবি।

যম: পাজী, বদমাস..

প্রসূন: আর এই এক প্যাকেট বি-বিড়ি।

সব্য: ইস যম দাদু আপনি বিড়ি খান?

যম: চোপ।

অনিল: এবার তো আমার পালা...

যম: হিসাব মত তো তাই হয়, কিন্তু...

সব্য প্রসূন ও চিন্ময়: অনিল কখোনো কোনো পাপ করেনি যম স্যার।

যম: হুঁ, আমার report এ তো কোনো খারাপ কিছু বলছে না..উল্টে ভাল ভাল কথাই লেখা আছে...মেধাবী ভাল ছেলে...সৎ... অটো গ্যারেজে কাজ করে পড়াশুনো আর সংসার চালায়। কিন্তু তবু যমের শমন এল কেন... কিছু ভুল হয়েছে মনে হয়......বুঝেছি, এই তোদের মত অপগণ্ড ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাটাই একটা পাপ।

অনিল: না যম স্যার পাপ আমার আছে ভয়ানক পাপ।

সব্য প্রসূন ও চিন্ময়: ছেড়ে দে না অনিল।

অনিল: না বলতে দে আমায় তোরা। আসলে আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু খারাপ অভ্যেস আছে। সেই অভ্যেস, সৎ মুল্যবোধ আর কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঠিক মত মানিয়ে না চললেই আমরা করে ফেলি পাপ। হয়তো সে পাপ কখন সামান্য কখন জঘন্য। কখন সামান্য পাপের ফল হয় জঘন্য। আমার খারাপ অভ্যেস ছিল আমার পড়াশোনার ব্যাপারে সবাইকে তটস্হ করে রাখতাম।পরীক্ষার সময় বাড়িতে ভয়ে কেউ কথা পর্যন্ত বলতে পারত না।

সব্য: তাতে অসুবিধা কি? অনেক ছেলেই সেরকম..

অনিল: আমার একটা ছোট বোন ছিল, ফুটফুটে এত সুন্দর কথা বলত; কিন্তু জন্ম থেকেই অভিশাপের মত ছিল তার ভয়ঙ্কর হাপানি। আমার মাধ্যমিকের সময় পরীক্ষা দিতে বেরোব, আমার বোনের টান উঠল। টান উঠলে তাকে breathing pump আর ওষুধ দিতে হত। ওষুধ টা কদিন আগে ফুরিয়ে গেছিল। বাবার প্রতিদিন কারখানার থেকে ফিরতে রাত হচ্ছিল, মা আমার পড়ার disturb হবে বলে আর ভয়ে আমাকে বলেনি। মা তখন বলল, পরীক্ষা যাওয়ার আগে দেখ গিয়ে ওষুধটা পাস কিনা। বেশী দেরি হলে পরীক্ষা দিতে চলে যাস। ওষুধের দোকানে দেখি অনেক ভীড়। পরীক্ষার শুরু হতে আর তখন ৫ মিনিট বাকি। আমি পরীক্ষা দিতে চলে গেছিলাম যম স্যার...আমায় ক্ষমা করুন.....পরীক্ষা দিয়ে যখন ওষুধ নিয়ে ফিরি আমার.... বোন ... আর (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

প্রসূন: এ-এতে তোর কোন পাপ ন-নেই অনিল..

সবাই: হ্যা, কোন দোষ নেই...

PA: পরবর্ত্তী স্টেশন কালিঘাট, অগলা স্টেশন কালিঘাট, Next station কালিঘাট, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে পড়বে....

সব্য: একি যম স্যার?

পরন্তব: কিসের যম?

প্রসূন: এ-এতক্ষন যে আমরা..

পরন্তব: তোমরা যে গানটা গাইছিলে না, অনেকদিন আগে রেডিয়োতে হত.....চলি ভাই....(গুনগুন করে গায়) “মাথার ঘন চুল যখন...” [পরন্তবের প্রস্হান]

PA: দরজা বন্ধ হচ্ছে, দরওজা বনধ্ হো রহা হ্যায়। The door is closing......

------------------------সমাপ্ত------------------------